আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা ‘আতের আকীদা

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ মুহাম্মাদ আস -সালেহ আল-উসাইমীন

অনুবাদ : এ. কে. এম. আবদুর রশীদ

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011 - 1432

IslamHouse.com

□ عقيدة أهل السنة والجماعة □

» باللغة البنغالية «

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: إي. كي. إم. عبد الرشيد

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1432

IslamHouse.com

ভূমিকা

সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের জন্য। শুভ পরিণতি মুত্তাকীদেন জন্য। আর শাস্তি হচ্ছে যালিমদের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সুস্পষ্ট মালিকে হক [প্রকৃত অধিপতি] আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ এবং রাসূল। তিনি সর্বশেষ নবী। মুত্তাকি [আল্লাহভীরু] লোকদের ইমাম [নেতা]। আল্লাহ অনুগ্রহ করুন তাঁর প্রতি। তাঁর বংশের প্রতি। তাঁর সাহাবীগণের প্রতি এবং নিষ্ঠার সাথে যারা কেয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করে যাবেন তাদের প্রতি।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁরই রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ পাঠিয়েছেন। তাঁকে পাঠিয়েছেন গোটা সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত ও শান্তির দূত হিসেবে। আমলকারীদের মহান আদর্শ হিসেবে এবং সকল বান্দাহর জন্য প্রমাণ স্থাপনকারী হিসেবে।

আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উপর যে কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে এমন সব বিষয় বর্ণনা করে দিয়েছেন
3

যাতে নিহিত রয়েছে বান্দাহর অপরিসীম কল্যাণ। রয়েছে সহীহ আকীদা, নির্ভেজাল কর্ম, উন্নত চরিত্র এবং মহৎ শিষ্টাচার তথা দ্বীন ও দুনিয়ার সর্ববিষয়ে দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা লাভের অমূল্য পাথেয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে এমন এক স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন আদর্শের উপর রেখে গেছেন যা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। যার জীবনে ধ্বংস অনিবার্য সে ছাড়া এ পথ থেকে অন্য কেউ বিচ্যুত হয় না।

সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীন এর মত সৃষ্টির উত্তম ব্যক্তিগণই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়ার মাধ্যমে উক্ত পথ অবলম্বন করেছেন। তাঁরা এবং তাঁদেরকে যারা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছেন। তাঁরা তাঁর শরী‘আতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আকীদা, ইবাদত, চরিত্র ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁর সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরেছেন। এর ফলে তাঁরা এমন দলে পরিগণিত হয়েছেন যারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। কোন অপমানকারীর অপমান কিংবা কোন বিরোধিতাকারী তাদের ক্ষতি করতে পারে না। এভাবে তাঁরা সত্যের পথে অবিচল থাকেন যতক্ষণ না আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে চুড়ান্ত নির্দেশ আসে।

আল্লাহ তা‘আলার অপরিসীম প্রশংসা এ জন্য যে, আমরা তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি। তাঁদের কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত সীরাতের মাধ্যমে আমরা সঠিক পথ-নির্দেশনা লাভ করছি। আল্লাহর আপরিসীম নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের লক্ষ্যে এবং প্রতিটি মুমিনের জন্য যে পথ অবলম্বন করা অপরিহার্য তা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যেই আমাদের এ নিবেদন।

আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে এ প্রার্থনাই করছি, তিনি যেন আমাদেরকে এবং আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে দুনিয়া এবং আখেরাতের জিন্দিগীতে দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা দান করেন। আমাদেরকে যেন তাঁর অবারিত রহমত দান করেন। মূলত: তিনিই হচ্ছেন অবারিত রহমত দানকারী।

বিষয়টির গুরুত্ব এবং মানুষের মধ্যে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত-পার্থক্যের কারণে সংক্ষেপে আমাদের আক্বীদা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদার উপর দু’কলম লিখতে মনস্থ করেছি। আমাদের আক্বীদা হচ্ছে: তা‘আলা তাঁর ফিরিশ্তা, আসমানী কিতাব, নবী-রাসূল, আখেরাত এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে এ প্রার্থনাই করছি তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য গ্রহণ

করেন। আর মানুষের জন্য করেন কল্যাণকর এবং উপকারী।

আমাদের আক্বীদা

আল্লাহর প্রতি ঈমান:
আমাদের আক্বীদা হচ্ছে: আল্লাহ তা‘আলা, সকল ফিরিশ্তা, আসমানী কিতাব, নবী-রাসূল, আখেরাত এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

আল্লাহর রুবুবিয়্যাত
আমরা আল্লাহ তা‘আলার রুবুবিয়্যাতে ঈমান আনি। এর অর্থ হচ্ছে, তিনিই হচ্ছেন রব; খালিক [সৃষ্টিকর্তা] বাদশাহ, সকল কাজেরই মহানিয়ন্ত্রক।

আল্লাহর উলুহিয়্যাত
আমরা আল্লাহর তা‘আলার উলুহিয়্যাতে ঈমান আনি। যার অর্থ হচেছ, তিনিই হচ্ছেন সত্য ইলাহ। তিনি ব্যতীত সব মা‘বুদই বাতিল ও অসত্য।

আল্লাহর নাম ও সিফাত
আমরা আল্লাহ তা‘আলার সব পবিত্র নাম ও সিফাত ঈমান আনি। অর্থাৎ তাঁর বহু পবিত্র

□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□‘□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□

□□□□□□ □□‘□□□□ □□□□□ □□□□□□:

رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا ٦٥ [مريم:65]

[□□□□□□] “□□□□□ □ □□□□ □□□ □ □□’□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□?” [□□□□ □□□□□□□: □□]□

□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□ □ □□□□□□

□□□□ □□□□ □□□ □□,

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ

كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥ [البقرة:255]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]—

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۖ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ٢٢ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٢٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٢٤ [الحشر : 22-24]

“[illegible]”
[[illegible] : [illegible]-[illegible]]

[illegible]

يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثٗا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ
ٱلذُّكُورَ ٤٩ أَوۡ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانٗا وَإِنَٰثٗاۖ وَيَجۡعَلُ مَن يَشَآءُ
عَقِيمًاۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٞ قَدِيرٞ ٥٠ [الشورى: 49-50]

“[illegible]

কিছুই জানেন এবং সব বিষয়েই ক্ষমতাবান।   ”
[শূরা   : ৪৯-৫০]

আমরা ঈমান আনি যে,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١ لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١٢﴾ [الشورى: 11-12]

“কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব কিছুই শুনেন ও দেখেন। আকাশমণ্ডল ও যমীনের সকল ধনভাণ্ডারের চাবি তাঁরই কাছে। যাকে তিনি চান প্রচুর রিজিক দান করেন   , আর যাকে চান পরিমিত দান করেন। তিনি সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। ” [শূরা   : ১১-১২]

আল্লাহ রিযিকদাতা

আমরা আরও ঈমান আনি যে,

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلّٞ فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٦﴾ [هود: 6]

“যমীনে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই   , যার রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহর উপর নয় এবং যার স্থায়ী অস্থায়ী অবস্থান সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। এসব কিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।   ” [হুদ   : ৬]

আল্লাহ আলিমুল গায়েব

আমরা ঈমান আনি যে,

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٥٩﴾ [الأنعام:59]

"গায়েবের সব চাবিকাঠি তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। স্থল ও জল ভাগে যা কিছু আছে তার সবই তিনি জানেন। বৃক্ষচ্যুত একটি পাতাও এমন নেই যার সম্পর্কে আল্লাহ জানেন না। যমীনের অন্ধকারে কোন শস্য , কোন আর্দ্র , কোন শুষ্ক জিনিস সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। " [আন‘আম : ৫৯]

আমরা ঈমান আনি যে,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤﴾ [لقمان: 34]

"কেয়ামতের সময়ের জ্ঞান আল্লাহরই কাছে রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন গর্ভে কী আছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কী কামাই করবে। না কেউ জানে তার মৃত্যু হবে কোন যমীনে। আল্লাহই সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়েই তিনি ওয়াকিফহাল। " [লোকমান : ৩৪]

[illegible]

[illegible], [illegible]‘[illegible], [illegible]

﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤﴾ [النساء: 164]

“[illegible], [illegible]” [[illegible] : [illegible]]

﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾ [الأعراف: 143]

“[illegible]” [[illegible]‘[illegible] : [illegible]]

﴿وَنَٰدَيۡنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلۡأَيۡمَنِ وَقَرَّبۡنَٰهُ نَجِيّٗا ٥٢﴾ [مريم: 52]

“[illegible] [[illegible]] [illegible]” [[illegible]: [illegible]]

[illegible],

﴿قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادٗا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي﴾ [الكهف: 109]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]]

﴿وَلَوۡ أَنَّمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن شَجَرَةٍ أَقۡلَٰمٞ وَٱلۡبَحۡرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ أَبۡحُرٖ مَّا نَفِدَتۡ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٧﴾ [لقمان: 27]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

﴿وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗاۚ﴾ [الأنعام: 115]

“[illegible]” [illegible]

﴿وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثٗا ٨٧﴾ [النساء: 87]

“[illegible]?” [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [[illegible]] [illegible] [[illegible]] [illegible]

﴿قُلۡ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّ﴾ [النحل: 102]

“[illegible]! [illegible], [illegible] ‘[illegible]’ [[illegible]] [illegible]” [[illegible] : [illegible]]

﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٩٢ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ ١٩٣ عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ ١٩٤ بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ ١٩٥﴾ [الشعراء: 192-195]

“[illegible] [[illegible]] [illegible] ‘[illegible]’ [illegible]” [[illegible]‘[illegible] : [illegible]-[illegible]]

[illegible]

[illegible], [illegible]‘[illegible] “[illegible]” [[illegible]] [illegible]

[illegible]‘[illegible]:

﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾ [البقرة: 255]

“[illegible]” [[illegible]; [illegible]]

﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ١٨﴾ [الأنعام: 18]

“[illegible]” [[illegible]: [illegible]]

[illegible]

[illegible],

﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۖ﴾ [يونس: 3]

“[illegible]” [[illegible]: [illegible]]

[illegible]

[illegible], [illegible] ([illegible], [illegible]

বরং তিনি আরশের উপরেই রয়েছেন।) আরশের উপর থেকে তিনি সৃষ্টির সব অবস্থা সম্পর্কেই জ্ঞাত আছেন। তিনি তাদের কথা শুনেন। তাদের কার্যকলাপ দেখতে পান। তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ফকীরকে রিযিক দান করেন। নি :স্ব ও অভাবী ব্যক্তির অভাব পূরণ করেন। যাকে ইচ্ছা রজত্ব দান করেন। যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন। যাকে ইচ্ছা অপমাণিত করেন। তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত। সব কিছুর উপরই তিনি ক্ষমতাবান। যার এত বড় শান তিনি প্রকৃত অর্থেই তাঁর সৃষ্টির সাথে রয়েছেন। যদিও তিনি প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির উর্ধালোকে আরশের উপর রয়েছেন।

﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١ ﴾
[الشورى: 11]

"বিশ্বের কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সব কিছুই শুনেন এবং দেখেন। " [শূরা : ১১]

হুলুলিয়া [1] এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত আমরা এ কথা বলিনা যে , আল্লাহ তা 'আলা তাঁর সৃষ্টি জগত বা মাখলুকের সাথে এই যমীনে বিরাজ করছেন।

---

[1] হুলুলিয়া : জাহমিয়া সম্প্রদায়ের একটি অংশ যারা আল্লাহকে সর্বত্র স্বশরীরে উপস্থিত বা বিরাজমান বলে মনে করে। বর্তমানেও যারা মনে করে যে আল্লাহ্ তা 'আলা সর্বত্র বিরাজমান তারা কাফের অথবা পথভ্রষ্ট। [সম্পাদক]

আমরা মনে করি যারা এধরনের কথা বলে তারা কাফের অথবা পথভ্রষ্ট। কারণ আল্লাহর শানে যা অশোভনীয় এবং অবমাননাকর তারা তাই বলছে।

আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা 'আলা সম্পর্কে খবর বা তথ্য জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতেই এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। তারপর [দুনিয়াবাসীকে উদ্দেশ্য করে] বলতে থাকেন:

«من يــدعوني فأســتجيب له من يســألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له»

কে আমাকে ডাকবে যে আমি তার ডাকে সাড়া দিব ? কে আমার কাছে চাইবে যে আমি তাকে দান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে যে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব ? [মুয়াত্তা ১ /২১৪, বুখারী ৯/২৫,২৬, মুসলিম ১ /৫২১]

আল্লাহ বিচার -ফায়সালা করবেন

আমরা ঈমান আনি যে, আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত দিন অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন বান্দাহদের মাঝে বিচার -ফায়সালা করার জন্য আগমন করবেন।

আল্লাহ তা 'আলা বলেছেন:

﴿ كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلۡأَرۡضُ دَكّٗا دَكّٗا ٢١ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ
صَفّٗا صَفّٗا ٢٢ وَجِاْيٓءَ يَوۡمَئِذِۢ بِجَهَنَّمَۚ يَوۡمَئِذٖ يَتَذَكَّرُ ٱلۡإِنسَٰنُ
وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكۡرَىٰ ٢٣ ﴾ [الفجر: 21-23]

"কখনো নয়, যমীনকে যখন চুর্ণ -বিচুর্ণ করে বালুকাময় বানিয়ে দেয়া হবে এবং তোমার রব আগমন করবেন, ফিরিশ্তারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকবে, জাহান্নামকে সেদিন সবার সামনে উপস্থিত করা হবে। সেদিন মানুষ স্মরণ করবে। কিন্তু তখন তার বোধশক্তি ফিরে পাওয়ায় কি লাভ হবে।" [ফজর : ২১ -২৩]

আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন

আমরা ঈমান আনি যে, আল্লাহ তা 'আলা

﴿ فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ ١٦ ﴾ [البروج: 16]

"[আল্লাহ] যা ইচ্ছা করেন তা সম্পন্ন করেই ছাড়েন।" [বুরুজ : ১৬]

আল্লাহর ইচ্ছা দু 'রকমের

আমরা আরও ঈমান আনি যে, আল্লাহ তা 'আলার ইচ্ছা দু 'রকমের: ১। কাউনিয়্যাহ ২। শারইয়্যাহ

□□ □□□□□□□□□□□ : এ ধরনের ইচ্ছা দ্বারা আল্লাহ তা 'আলার ইচ্ছাকৃত জিনিসটি সম্পন্ন হয়। তবে জিনিসটি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারটি জরূরী নয়। আর এটা দ্বারাই

[illegible]:

﴿ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٣﴾ [البقرة: 253]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]]

﴿ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغۡوِيَكُمۡۚ هُوَ رَبُّكُمۡ ﴾ [هود: 34]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]]

[illegible] : [illegible]:

﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ﴾ [النساء: 27]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]]

[illegible]

[illegible]

﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ ٨﴾ [التين: 8]

“[illegible]?” [illegible]

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥٠﴾ [المائدة: 50]

“[illegible]?” [illegible]

[illegible]

[illegible]

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: 31]

“[illegible]” [illegible]

﴿فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ﴾ [المائدة: 54]

([illegible], [illegible]) [illegible] [[illegible]: [illegible]]

﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٤٦﴾ [آل عمران: 146]

“[illegible]” [[illegible]: [illegible]]

﴿وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩﴾ [الحجرات: 9]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]]

﴿وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥﴾ [البقرة: 195]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]]

[illegible], [illegible]; [illegible]

﴿إِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمۡۖ وَلَا يَرۡضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَۖ وَإِن تَشۡكُرُواْ يَرۡضَهُ لَكُمۡۗ﴾ [الزمر: 7]

“তোমরা যদি কুফরী করো তাহলে [মনে রেখো] আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাহদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। আর তোমরা শোকর করলে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। ” [যুমার : ৭]

﴿ وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمۡ فَثَبَّطَهُمۡ وَقِيلَ ٱقۡعُدُواْ مَعَ ٱلۡقَٰعِدِينَ ٤٦ ﴾ [التوبة: 46]

“তাদের বের হয়ে যাবার যদি ইচ্ছা সত্যিই থাকতো তবে তারা সে জন্য কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করতো। কিন্তু তাদের সংকল্পবদ্ধ হওয়াটাই আল্লাহর পছন্দ ছিলো না। তাই আল্লাহ তাদেরকে অবসাদগ্রস্ত করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন , ‘বসে থাকো বসে থাকা অন্যান্য লোকদের সাথে। ” [তাওবা : ৪৬]

আল্লাহর সন্তুষ্টি

আমরা ঈমান আনি যে, যারা ঈমানদার এবং নেক আমল করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

﴿ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ ٨ ﴾ [البينة: 8]

“তাদের প্রতি আল্লাহ তা ‘আলা সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এ সন্তুষ্টি তার জন্যই যে ব্যক্তি স্বীয় রবকে ভয় করে।” [বাইয়িনাহ : ৮]

[illegible]

[illegible], [illegible]‘[illegible]

ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ [الفتح: 6]

“[illegible], [illegible]-[illegible]” [[illegible]: [illegible]]

وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٦ [النحل: 106]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]]

[illegible]

[illegible], [illegible]‘[illegible] “[illegible]” [illegible]

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٧ [الرحمن: 27]

“□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□” [□□□□□□ : □□]

□□□□□□□ □□□

□□□□ □□□□ □□□ □□, □□□□□□ □□‘□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□

﴿بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيۡفَ يَشَآءُۚ﴾ [المائدة: 64]

“□□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□” [□□□□□□ : □□]

﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٦٧﴾ [الزمر: 67]

“□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□, □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□” [□□□□□: □□]

□□□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□ □□□ □□, □□□□□□ □□‘□□□□ □□□□ □□□□□□ (□□□□□□) □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□‘□□□ □□□□□□□□□ □□□□:

﴿وَٱصۡنَعِ ٱلۡفُلۡكَ بِأَعۡيُنِنَا وَوَحۡيِنَا﴾ [هود 37]

“আমার চোখের সামনে এবং অহী মোতাবেক তুমি নৌকা তৈরী করো।” [হূদ : ৩৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

«حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه»

নূর হলো আল্লাহর পর্দা। যদি তিনি তা উন্মুক্ত করেন তাহলে তাঁর নুরের তাজাল্লী সৃষ্টি জগতের যতদূর পর্যন্ত চোখের দৃষ্টি পৌঁছবে, জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। [মুসলিম, ইবন মাজা]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ ব্যাপারে একমত যে আল্লাহ তা 'আলার দুটি চক্ষু রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসটি এর সমর্থন করছে। এ হাদীসটিতে তিনি বলেছেন :

إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور

সে [দাজ্জাল] হলো কানা [এক চোখে দেখে] আর আমাদের রব কানা নন। [বুখারী ও মুসলিম]

আমরা ঈমান আনি যে,

﴿ لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱلۡأَبۡصَٰرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٠٣ ﴾ [الأنعام: 103]

“আমরা তা 'আলাকে দুনিয়ার কোন চোখ প্রত্যক্ষ করতে পারে না বরং তিনিই সমস্ত

[illegible]”
[[illegible]: [illegible]]

[illegible]

[illegible], [illegible] [[illegible]] [illegible]

﴿وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ ٢٣﴾
[القيامة: 22-23]

“[illegible] [[illegible]] [illegible]” [[illegible] : [illegible]-[illegible]]

[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾
[الشورى: 11]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]]

[illegible]

[illegible],

﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾ [البقرة: 255]

“না তন্দ্রা, না নিদ্রা তাঁকে [আল্লাহকে] স্পর্শ করতে পারে।” [বাকারা : ২৫৫]

আল্লাহ পূর্ণ ইনসাফগার

আমরা আরও ঈমান আনি যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর “কামালে আদল” [পূর্ণ ইনসাফ] এর গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে কারো প্রতি জুলুম করেন না।

অনুরূপভাবে, তিনি তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আয়ত্তের গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে বান্দাহদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে গাফেল ও উদাসীন নন।

আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা অসীম

আমরা ঈমান আনি যে, আল্লাহ তা‘আলার অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার কারণে আকাশ ও যমীনের কোন জিনিসই তাঁকে অক্ষম অপারগ বানাতে পারে না।

﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢﴾ [يس: 82]

“অর্থাৎ আল্লাহ যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা পোষণ করেন তখন তিনি [কাঙ্খিত] জিনিসটিকে শুধু বলেন: “হয়ে যাও”। অমনি তা হয়ে যায়।” [ইয়াসীন : ৮২]

অনুরূপ, পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হবার ফলে তিনি কখনো ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন না।

﴿وَلَقَــدۡ خَلَقۡنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٖ ٣٨﴾ [ق: 38]

"আমি যমীন ও আসমানসমূহ এবং এ দু'য়ের মধ্যে অবস্থিত সব জিনিসকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি। এতে কোন ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি।" [ক্বাফ : ৩৮]

আল্লাহর নাম ও সিফাত

যেসব নাম ও গুণাবলী আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজের জন্য ঘোষণা করেছেন অথবা তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাব্যস্ত করেছেন বা স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেসব নাম ও গুণাবলীর প্রতি আমরা ঈমান রাখি। কিন্তু কঠিনভাবে নিষিদ্ধ দু'টি জিনিসকে আমরা অস্বীকার করি। আর তা হচ্ছে : ১. তামছীল; ২. তাকয়ীফ।

১. তামছীল : অর্থাৎ অন্তরে কিংবা মুখে এ কথা বলা, "আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী মাখলুকের গুণাবলীর মত।

২. তাকয়ীফ: অর্থাৎ অন্তরে কিংবা মুখে একথা বলা, "আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীর অবস্থা, আকৃতি বা সূরত এ রকমের।

অনুরূপভাবে, যেসব বিষয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের ব্যাপারে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ব্যাপারে নেতিবাচক ঘোষণা করেছেন সেসব

বিষয় নেতিবাচক হিসেবেই আমরা ঈমান আনি। এ সব নফী বা নেতিবাচক বিষয়গুলো, এর বিপরীতে আল্লাহ তা‘আলার জন্য কামালিয়াত তথা পূর্ণতাসম্পন্ন গুণ সাব্যস্ত করে। আর যেসব বিষয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুই বলেননি সেসব বিষয়ে আমরা চুপ থাকি।

আকীদা ও তাওহীদের এ পথে চলা ফরয
আমরা মনে করি যে, এ আক্বীদা ও তাওহীদের উপরে বর্ণিত পথে চলা ফরয ও অপরিহার্য। কারণ যেসব বিষয় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিজের ব্যাপারে ইতিবাচক বা নেতিবাচক বলে ঘোষণা করেছেন সে সব বিষয়গুলো এমন সংবাদ ও তথ্য যা তিনি আপন সত্তা সম্পর্কে পরিবেশন করেছেন। আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিজের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখেন। তিনি সবচেয়ে সত্যবাদী এবং সবচেয়ে সুন্দর বচনের অধিকারী। বান্দারা নিজের জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার ব্যাপারে যে সব বিষয় ইতিবাচক বা নেতিবাচক বলে ঘোষণা করেছেন সেগুলো হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশিত খবর বা তথ্য। তিনি হচ্ছেন এমন এক মহান ব্যক্তি যিনি ‘আপন রব’ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী

জ্ঞানী। সবচেয়ে উত্তম নসীহতকারী। সবচেয়ে বেশী সত্যবাদী এবং সুন্দর ভাষার অধিকারী। অতএব আল্লাহ তা‘আলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী হচ্ছে জ্ঞান, সত্যবাদিতা এবং পরিপূর্ণ বর্ণনায় সমৃদ্ধ। তাই তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংশয় অথবা প্রত্যাখ্যান করার ব্যপারে কোন ওজর আপত্তি চলতে পারে না।

অধ্যায়

আল্লাহর উপর ঈমান
আল্লাহ তা‘আলার উপর যে সব ইতিবাচক বা নেতিবাচক সিফাত ও গুণাবলীর কথা বিস্তারিতভাবে কিংবা সংক্ষেপে পেশ করেছি সেগুলোর ব্যাপারে আমরা সবচেয়ে বেশী নির্ভর করছি কুরআন ও সুন্নাহর উপর। আমরা সবচেয়ে বেশী আস্থাশীল সে পথ ও নীতির উপর যা অবলম্বন করেছেন এ উম্মাতেরই সালাফে সালেহীন এবং হেদায়াতের পথিকৃত ইমামগণ।

আমরা মনে করি আল্লাহর নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর উক্তিগুলোর প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা অপরিহার্য। এমনিভাবে আল্লাহ তা‘আলার শানের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও শোভনীয় “হাকীকত” এর উপর এগুলোর বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক।

আমরা কুরআন ও সুন্নাহর এসব উক্তিকে যারা পরিবর্তন করেছে এবং আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন, সে উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যারাই তা পরিবর্তন করেছে তাদের পথকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি।

তাদের পথকেও আমরা পরিত্যাগ করি যারা আল্লাহ তা ‘আলার সিফাতগুলোকে বিকৃত করে এবং এসব উক্তির দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা গ্রহণ না করে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়।

অনুরূপভাবে, আমরা তাদের পথও পরিত্যাগ করি, যারা আল্লাহর সিফাতসংক্রান্ত এ বাণীগুলোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যকৃত অর্থ নিষিদ্ধ করে সেগুলোকে তা ‘তীল বা অর্থহীন করে নেয়।

তদ্রূপ, আমরা সে পথও পরিত্যাগ করি, যারা “মুগালীন” অর্থাৎ আল্লাহ তা ‘আলার সিফাতগুলোর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে এবং বাড়াবাড়ি করে এগুলোকে কোন সুনির্দিষ্ট আকার আকৃতির উপর প্রয়োগ দেখায় অথবা এগুলোর উদ্দেশ্যকে বুঝানোর জন্য নিজেরাই অবয়ব বানিয়ে নেয়।

আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে কুরআন ও সুন্নায় যা এসেছে তার সবই হক এবং সত্য। একটা অপরটার বিরোধী কিংবা বিপরীত নয়। কারণ, আল্লাহ তা ‘আলা ইরশাদ করছেন:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ٨٢﴾ [النساء: 82]

“এরা কি কুরআন নিয়ে গভীর মনোনিবেশের সাথে চিন্তা-ভাবনা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া

অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে এতে অনেক স্ববিরোধিতা পাওয়া যেতো।” [নিসা: ৮২]

কারণ, খবরাদি যদি পরস্পর বিরোধী হয় তাহলে একটি অপরটির মিথ্যা হওয়াকে অবধারিত করে তোলে। আল্লাহ ও রাসূলের পরিবেশিত খবরের ক্ষেত্রে এ রকম হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

যে ব্যক্তি এই দাবী করে যে, আল্লাহ তআলার কিতাবে কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নায় অথবা উভয়টিতেই পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে, তাহলে এ দাবী হবে তার অসৎ উদ্দেশ্য বা তার অন্তরে বিদ্যমান বক্রতার কারণে। এ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক দাবীর জন্য আল্লাহ তা‘আলার কাছে তার তাওবা করা এবং সাথে সাথে তার এ ভ্রান্তি ও গোমরাহী পরিত্যাগ করা উচিৎ।

আল্লাহর কিতাব কিংবা নবীর সুন্নায় অথবা উভয়টাতেই পরস্পর বিরোধিতা আছে বলে যদি কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখা দেয়, তাহলে মনে করতে হবে, তার মধ্যে জ্ঞানের স্বল্পতা অথবা বুঝতে অক্ষমতা অথবা তার চিন্তা শক্তিতে রয়েছে যথেষ্ট অপরিপক্বতা ও অপরিচ্ছন্নতা। এমতাবস্থায় তার উচিৎ আরো জ্ঞান-সাধনা করা। চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে আরো অধ্যাবসায়ী হওয়া। যাতে করে তার কাছে সত্য আরো উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আর যদি কোন

বিষয় তার কাছে সুস্পষ্ট না হয়, তাহলে বিষয়টি কোন আলেমের উপর ন্যাস্ত করা উচিৎ। সংশয়ের পথ পরিত্যাগ করা উচিৎ। জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যা বলে থাকেন এমতাবস্থায় তারও তাই বলা উচিৎ।

﴿ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: 7]

"এর প্রতি আমরা ঈমান এনেছি। এর সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে"। [আল ইমরান : ৭] তার জেনে রাখা উচিৎ যে, কুরআন ও সুন্নায় কোন পারস্পরিক বিরোধিতা নেই। এ দু'য়ের মধ্যে কোন বৈপরিত্য ও বিরোধিতা নেই।

অধ্যায়

প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা ‘আলার ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনি। আরও ঈমান রাখি যে,

﴿عِبَادٞ مُّكۡرَمُونَ ٢٦ لَا يَسۡبِقُونَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ وَهُم بِأَمۡرِهِۦ يَعۡمَلُونَ ٢٧﴾ [الأنبياء: 26-27]

“তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দাহ। তারা তাঁর দরবারে আগে বেড়ে কথা বলে না। শুধু তাঁরই হুকুমে তারা কাজ করে। ” [আম্বিয়া : ২৬, ২৭]

তাদেরকে আল্লাহ তা ‘আলা সৃষ্টি করেছেন। তারা তাঁরই ইবাদতে মগ্ন এবং তাঁরই আনুগত্যে নিয়োজিত।

﴿لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسۡتَحۡسِرُونَ ١٩ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفۡتُرُونَ ٢٠﴾ [الأنبياء: 19-20]

“তারা আল্লাহর ইবাদত করতে অহংকার করে না। অলসতাও করে না। রাত দিন তাঁরই তাসবীহ পাঠে ব্যস্ত থাকে , একবিন্দুও থামে না। ” [আম্বিয়া : ১৯-২০]

আল্লাহ তা ‘আলা তাদেরকে আমাদের থেকে আড়াল করে রেখেছেন ফলে আমরা তাদের দেখতে পাই না। কোন কোন সময় আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর কতিপয়

বান্দাহর জন্য তাদের পর্দাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন (ফলে তারা দেখতে পেয়েছেন)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালামকে তাঁর আসল রূপে দেখতে পেয়েছেন, তাঁর ছিল ছয়শত ডানা যা দিগন্তকে ঢেকে ফেলেছিল [বুখারী]। অনুরূপভাবে জিবরাইল আলাইহিস সালাম মরিয়ম আলাইহাস সালামের নিকট পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তখন মারইয়াম তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন আর তিনিও মারইয়ামের সাথে কথা বলেছিলেন। আর একবার একজন অপরিচিত মানুষের ছুরতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পাশেই তখন অবস্থান করছিলেন। জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) এমনভাবে রাসূলের কাছে আসলেন যে, তাঁর মাঝে সফরের কোন আলামত দেখা যায়নি। কাপড় ছিল ধব-ধবে সাদা। চুলগুলো খুবই কাল বর্ণের। জিবরাইল নিজ হাটু তাঁর হাটুর কাছাকাছি নিয়ে বসলেন। তাঁর হাত দুখানা দু’রানের উপর রেখে রাসূলের মুখোমুখি বসলেন। তারপর একে অপরকে লক্ষ্য করে কথাবার্তা বললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জানালেন যে, তিনি [আগত ব্যক্তি] হচ্ছেনা জিবরাঈল [আলাইহিস সালাম] [বুখারী]।

আমরা ঈমান আনি যে, বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন জিবরাইল [আলাইহিস সালাম] এর দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী নবী ও রাসূলগণের প্রতি অহী নাযিল করা।

মীকাঈল [আলাইহিস সালাম] এর দায়িত্ব হচ্ছে, বৃষ্টি বর্ষণ, তৃণ-লতা ও শাকশবজী উৎপাদনের কাজ আনজাম দেয়া।

ইসরাফীল [আলাইহিস সালাম] এর দায়িত্ব হচ্ছে, কিয়ামত ও পুনরুত্থানের সময় সিংগায় ফুঁক দেয়া।

মালাকুল মাওত [আলাইহিস সালাম] এর দায়িত্ব হচ্ছে, মৃত্যুর সময় “রুহ” কবয করা এমনিভাবে পাহাড় সংক্রান্ত ব্যাপারে ফিরিশ্তা নিয়োজিত রয়েছে। আবার জাহান্নামের রক্ষক হিসেবেও রয়েছে একজন ফিরিশ্তা।

সংখ্যক ফিরিশ্তা মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের দায়িত্বে নিয়োজিত আর কিছু সংখ্যক ফিরিশ্তা এমন আছে যারা আদম সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করে। মধ্যে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে যারা মানুষের আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত। একাজে প্রতিটি মানুষের জন্যই দু’জন নিয়োজিত রয়েছে।

﴿عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٞ ١٧ مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ ١٨﴾ [ق: 17-18]

[illegible]

[illegible]

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَۚ وَيَفۡعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ٢٧ [إبراهيم: 17]

[illegible]

[illegible]

يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٖ ٢٣ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ ٢٤ [الرعد: 23-24]

[illegible]

দুনিয়াতে যেভাবে ধৈর্য অবলম্বন করেছো তার বিনিময়ে আজ তোমরা এ পুরস্কারের অধিকারী হয়েছো।” [রা‘দ: ২৩-২৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে, উর্ধাকাশে অবস্থিত “আল-মামুর” এ প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশ্তা প্রবেশ করে অথবা নামাজ পড়ে। তাদের সংখ্যা এতই অধিক যে, এরপর তারা আর কোন দিন দ্বিতীয়বার এতে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে না। [বুখারী- মুসলিম]

অধ্যায়

আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান

আমরা ঈমান আনি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী -রাসূলগণের উপর কিতাব নাযিল করেছেন। এসব কিতাব নাযিল করেছেন সমগ্র সৃষ্টিকুলের বিপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং নেক আমলকারীদের পক্ষে দলীল প্রমাণ হিসেবে। এসব কিতাবের মাধ্যমে নবী রাসূলগণ মানুষকে হিকমত শিক্ষা দেন এবং তাদের আত্মশুদ্ধি করেন।

আমরা ঈমান আনি যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাসূলের উপরই কিতাব নাযিল করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِ﴾ [الحديد: 25]

"আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি। তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব এবং মীযান। যাতে করে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের উপর কায়েম থাকতে পারে।" [হাদীদ : ২৫]

আমরা আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত কিতাবগুলোর কথা জানি :

[illegible]

﴿فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيۡهِ شُهَدَآءَۚ﴾ [المائدة: 44]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

﴿وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡإِنجِيلَ فِيهِ هُدٗى وَنُورٞ وَمُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَهُدٗى وَمَوۡعِظَةٗ لِّلۡمُتَّقِينَ ٤٦﴾ [المائدة: 46]

“[illegible]

লোকদের জন্য হিদায়াত ও নসীহত। ” [মায়েদা : ৪৬]

﴿وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعۡضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ﴾ [آل عمران: 50]

“ইঞ্জীল কিতাব নাযিলের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের উপর যা হারাম ছিলো এমন কতিপয় জিনিস আমি তোমাদের জন্য হালাল করে দেবো। ” [আল-ইমরান :৫০]

৩. যাবূর : আল্লাহ তা ‘আলা যাবূর কিতাবটি দাউদ [আলাইহিস সালাম] এর উপর নাযিল করেছেন।

৪. ইবরাহীম এবং মূসা [আলাইহিস সালাম] এর উপর ছহীফা [ছোট কিতাব] নাযিল হয়েছে।

৫. সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর আল্লাহ তা ‘আলা কুরআনে কারীম নাযিল করেছেন।

﴿هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ﴾ [البقـرة: 185]

“গোটা মানব জাতির জন্য হিদায়েত স্বরূপ এ কুতাব এমন সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে। হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য পরিস্কার ভাবে তুলে ধরে। ” [বাকারা : ১৮৫]

﴿مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِ﴾ [المائدة: 48]

"পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের মধ্য থেকে সত্যরূপে যা এ কিতাবের সামনে রয়েছে এটি তার সত্যতা প্রমাণকারী এবং হিফাযত ও সংরক্ষণকারী।" [মায়েদা : ৪৮]

এ কিতাব নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পূর্বের যাবতীয় কিতাবের হুকুম রহিত করে দিয়েছেন। তিনি এ কিতাবকে সব ধরনের সংশয়কারী এবং পরিবর্তন সাধনকারীর দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩﴾ [الحجر: 9]

"কুরআন আমিই নাযিল করেছি এবং নিজেই এর হিফাযতকারী।" [হিজর : ৯] কারণ এ কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত গোটা সৃষ্টির জন্য দলীল হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে।

পূর্ববর্তী কিতাবগুলো ছিলো অস্থায়ী/সাময়িক। এগুলোর জন্য একটা সময় নির্ধারিত ছিলো। রহিতকারী কিতাব (কুরআন) নাযিলের মাধ্যমে পূর্বেকার কিতাবগুলোর নিজস্ব কার্যকারিতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে কি কি রদ-বদল ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তারও বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এজন্যই এ কিতাবগুলো (পরবর্তী সময়ের

[illegible]) [illegible], [illegible]

﴿مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ﴾ [النساء: 46]

“[illegible]” ([illegible]) [[illegible] : [illegible]]

﴿فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ يَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰبَ بِأَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ فَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا يَكۡسِبُونَ ٧٩﴾ [البقرة: 79]

“[illegible]‘[illegible], [illegible]” [[illegible]: [illegible]]

﴿قُلۡ مَنۡ أَنزَلَ ٱلۡكِتَٰبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورٗا وَهُدٗى لِّلنَّاسِۖ تَجۡعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبۡدُونَهَا وَتُخۡفُونَ كَثِيرٗاۖ﴾ [الأنعام: 91]

“[illegible]! [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible]- [illegible]?” [[illegible]‘[illegible]: [illegible]]

وَإِنَّ مِنۡهُمۡ لَفَرِيقٗا يَلۡوُۥنَ أَلۡسِنَتَهُم بِٱلۡكِتَٰبِ لِتَحۡسَبُوهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٧٨ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤۡتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحُكۡمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادٗا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ

[آل عمران: 78-79]

“[illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]” [[illegible] : [illegible]-[illegible]]

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا
مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖۚ قَدۡ
جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ١٥ يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ
ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ
إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِۦ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ١٦
لَّقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۚ
[المائدة: 15-17]

“[illegible]”[[illegible] : [illegible]-[illegible]]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]—

﴿مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا﴾ [النساء: 165]

“[illegible]” [[illegible]: [illegible]]

[illegible], [illegible] [[illegible]] [illegible]

﴿إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ﴾ [النساء: 163]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]]

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ [الأحزاب: 40]

“মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। ” [আহযাব : ৪০]

নবীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর পর্যায়ক্রমে ইবরাহীম , মূসা , নূহ এবং ঈসা ইবন মারইয়াম। তাঁরা বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত। আল্লাহ তা ‘আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۖ وَأَخَذۡنَا مِنۡهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٧﴾ [الأحزاب: 7]

“হে নবী স্মরণ করো, সে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির কথা যা আমরা সব নবীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছি এবং তোমার কাছ থেকেও এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছি। তাদের সবার কাছ থেকেই আমরা খুব পাকাপোক্ত ওয়াদা গ্রহণ করেছি। ” [আহযাব : ৭]

আমরা দৃঢ়তার সাথে এ বিশ্বাস পোষণ করি যে , মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরী ‘আত এসব বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত নবীদের শরী ‘আতের মর্যাদাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণী হচ্ছে :

﴿۞شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ﴾ [الشورى: 13]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

﴿وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٞ﴾ [هود: 31]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

﴿لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۚ﴾ [الأنعام: 50]

“[illegible], [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible]” [[illegible]‘[illegible] : [illegible]]

[illegible]:

﴿لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ﴾ [الأعراف: 188]

“[illegible]” [[illegible]‘[illegible] : [illegible]]

[illegible] [illegible]‘[illegible] [illegible]:

﴿قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ٢١ قُلۡ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٞ وَلَنۡ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلۡتَحَدًا ٢٢﴾ [الجن: 21-22]

“[illegible], [illegible], [illegible]: [illegible]” [[illegible] : [illegible]-[illegible]]

﴿ذُرِّيَّةَ مَنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوحٍۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَبۡدٗا شَكُورٗا ٣﴾ [الإسراء: 3]

﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ١﴾ [الفرقان: 1]

[illegible]:

﴿وَٱذۡكُرۡ عِبَٰدَنَآ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ أُوْلِي ٱلۡأَيۡدِي وَٱلۡأَبۡصَٰرِ ٤٥﴾ [ص: 45]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]]

﴿وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلۡأَيۡدِۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ١٧﴾ [ص: 17]

“[illegible]” [[illegible] :[illegible]]

﴿وَوَهَبۡنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيۡمَٰنَۚ نِعۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ٣٠﴾ [ص: 30]

“[illegible]” [[illegible]: [illegible]]

[illegible]:

﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا عَبۡدٌ أَنۡعَمۡنَا عَلَيۡهِ وَجَعَلۡنَٰهُ مَثَلٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٥٩﴾ [الزخرف: 59]

“সে [ঈসা] আল্লাহর বান্দাহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাঁর প্রতি আমরা নিয়ামত দান করেছি এবং তাকে বনী ইসরাইলের জন্য এক বিশেষ দৃষ্টান্ত বানিয়েছি।” [যুখরুফ :৫৯]

আমরা ঈমান আনি যে, আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে “রিসালত” সমাপ্ত করেছেন। তাঁকে গোটা মানব জাতির কাছে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٨﴾ [الأعراف: 158]

“হে মুহাম্মদ! বলো হে লোকসকল, আমি তোমাদের সবার প্রতি নবী হিসেবে সেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন হক ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন। তিনিই মৃত্যু দেন। অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁরই প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি ঈমান আনো যিনি আল্লাহ এবং তাঁর কথাকে মেনে চলেন তোমরা তাঁর আনুগত্য করো; যাতে করে তোমরা হিদায়াত লাভ করতে পারো।” [আ‘রাফ : ১৫৮]

[illegible]

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُ﴾ [آل عمران: 19]

“[illegible]” [illegible]

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾ [المائدة: 3]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]:

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ [آل عمران: 85]

“[illegible]” [illegible]

আমরা মনে করি বর্তমানে যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য মতাদর্শ যেমন ইয়াহূদীবাদ , খৃষ্টবাদ ইত্যাদিকে দ্বীন হিসেবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করবে সে কাফের। একাজ থেকে যাদি সে তাওবা করে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় মুরতাদ হিসেবে তাকে হত্যা করতে হবে। কারণ সে কুরআনে মিথ্যারোপ করল।

আমরা মনে করি , যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোটা মানব জাতির রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে সে মূলত : দুনিয়ার সব নবীকেই অস্বীকার করে। এমনকি সে নিজে যাকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করে এবং অনুসরণ করে , প্রকারান্তরে তাকেও সে অস্বীকার করে। এর প্রমাণ হচ্ছে :

﴿كَـذَّبَتۡ قَـوۡمُ نُـوحٍ ٱلۡمُرۡسَـلِينَ ١٠٥﴾ [الشـعراء: 105]

“নূহের কওম রাসূলগণের উপর মিথ্যারোপ করেছে”। [শু ‘আরা : ১০৫]

এ আয়াতে নূহ [আলাইহিস সালাম] এর জাতিকে সমস্ত রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ নূহ [আলাইহিস সালাম] এর পূর্বে কোন রাসূলই আসেননি। এর অর্থ হলো , একজন নবীকে অস্বীকার করা, গোটা নবীকুলকে অস্বীকার করার শামিল।

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن
يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ
وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا
١٥٠ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا
مُّهِينٗا ١٥١ [النساء: 150-151]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

[illegible]

ওয়াসাল্লাম এর পরে উম্মতের মধ্যে জ্ঞান ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান এবং খেলাফতের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন আবূ বকর [রাদিয়াল্লাহু আনহু] তারপর ওমর [রাদিয়াল্লাহু আনহু], তারপর হযারত ওসমান [রাদিয়াল্লাহু আনহু] অত:পর আলী [রাদিয়াল্লাহু আনহু]।

মর্যাদার দিক থেকে তাঁদের অবস্থান যেমন ছিলো, খিলাফতের দিক থেকেও ছিলো তাদের তেমনই অবস্থান।

মহান হাকীম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এটা কোনক্রমেই শোভনীয় নয় যে, সর্বোত্তম যুগেও তিনি এমন লোককে খিলাফতের দায়িত্ব দিবেন যার চেয়ে উত্তম এবং খিলাফতের অধিক যোগ্য ব্যক্তি উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

আমরা আরও ঈমান আনি যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে থেকে (মাফদুল) ব্যক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে (আফদল) ব্যক্তির চেয়েও অধিক গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু (আফদাল) ব্যক্তিকে নিরঙ্কুশভাবে (মাফদুল) ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা ঠিক নয়। কেননা মর্যাদার কারণ ও বিষয়বস্তু অনেক এবং বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এ প্রসংগে

[illegible]

[illegible]

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমরা ঈমান আনি যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যেসব ফিতনা অর্থাৎ ভুল বুঝা-বুঝির কারণে মতানৈক্য, সংঘাত ও সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে তা তাঁদের ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদের কারণে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাঁদের জন্য দু'টি পরস্কার। যারা ভুল করেছেন তাদের জন্য রয়েছে একটি পুরষ্কার। আর ভুল-ত্রুটিগুলো আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন।

আমরা মনে করি তাঁদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিৎ। এমনিভাবে তাঁরা যে মর্যাদা ও প্রশংসার অধিকারী, তা ছাড়া অন্য কিছু আলোচনা করা আমাদের অনুচিৎ। তাঁদের কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও ঈর্ষা পোষণ করা থেকে আমাদের অন্তরকে পবিত্র রাখা উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الحديد: 10]

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পরে দান করেছে এবং জিহাদ করেছে তারা কখনো তাদের সমান হতে পারে না যারা মক্কা বিজয়ের আগে দান করেছে এবং জিহাদ করেছে। বস্তুত: তাদের মর্যাদা পরে দানকারী ও

জিহাদকারীদের তুলনায় অনেক বেশী। আল্লাহ উভয়ের জন্যই উত্তম ওয়াদা করেছেন। ” [আল হাদীদ : ১০]

আল্লাহ তা ‘আলা আমাদের সম্পর্কে বলেন :

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: 10]

“যারা এই অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে তারা বলে : হে আমাদের রব , আমাদেরকে এবং আমাদের সেসব ভাইদেরকে ক্ষমা করে দাও যারা আমাদের ঈমানদার লোকদের প্রতি কোন হিংসা ও শত্রুতার ভাব রেখো না। হে আমাদের রব , তুমি বড়ই অনুগ্রহকারী করুণাময়। ”[হাশর : ১০]

আখেরাত

আমরা শেষ দিবসে ঈমান আনি। আর শেষ দিন হচ্ছে কেয়ামতের দিন। এরপর আর কোন দিন নেই।

সেদিন মানুষ পুন :জীবন লাভ করবে। সে জীবন হবে হয় দারুন্নাইম , অর্থাৎ নিয়ামাতপূর্ণ ও শান্তিময় গৃহে নতুবা কঠিন শাস্তির গৃহে অনন্তকাল থাকার জন্য।

শিঙ্গায় ফুঁক

আমরা ঈমান আনি যে, ইসরাফীলের দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর মৃতকে জীবিত করার মাধ্যমে পুনরুত্থান সংঘটিত হবে।

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمۡ قِيَامٞ يَنظُرُونَ ٦٨﴾ [الزمر: 68]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]]

[illegible]

﴿كَمَا بَدَأۡنَآ أَوَّلَ خَلۡقٖ نُّعِيدُهُۥۚ وَعۡدًا عَلَيۡنَآۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ١٠٤﴾ [الأنبياء:104]

“[illegible], [illegible]” [[illegible] : [illegible]]

[illegible]

[illegible]

فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ٧ فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ
حِسَابٗا يَسِيرٗا ٨ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورٗا ٩ وَأَمَّا مَنۡ
أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهۡرِهِۦ ١٠ فَسَوۡفَ يَدۡعُواْ ثُبُورٗا ١١
وَيَصۡلَىٰ سَعِيرًا ١٢ [الإنشقاق: 7-12]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]-[illegible]]

وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلۡزَمۡنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦۖ وَنُخۡرِجُ لَهُۥ
يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ كِتَٰبٗا يَلۡقَىٰهُ مَنشُورًا ١٣ ٱقۡرَأۡ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ
بِنَفۡسِكَ ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبٗا ١٤ [الإسراء: 13-14]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]-[illegible]]

[illegible]

[illegible], [illegible] “[illegible]” [illegible]

﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ
مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨﴾ [الزلزلة: 7-8]

“[illegible], [illegible]” [illegible-[illegible]: [illegible]-[illegible]]

﴿فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٢
وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي
جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ١٠٣ تَلۡفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمۡ فِيهَا كَٰلِحُونَ
١٠٤﴾ [المؤمنون: 102-104]

“[illegible] ([illegible]) [illegible]-[illegible] [illegible]” [[illegible] : [illegible]-[illegible]]

﴿مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ وَمَن جَآءَ
بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٦٠﴾
[الأنعام: 160]

“[illegible]: [illegible], [illegible]” [[illegible]‘[illegible] : [illegible]]

শাফা‘আত
আমরা ঈমান আনি যে, রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর জন্য ‘শাফাআতে উযমা’ (বা মহান শাফাআত) বিশেষভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। বান্দাহদের মধ্যে বিচার ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ তা‘আলার কাছে তাঁরই অনুমতিক্রমে এ শাফা‘আত এমন এক সময়ে করবেন যখন মানুষ হাশরের মাঠে সীমাহীন দুশ্চিন্তা আর সংকটের মধ্যে পড়ে যাবে। লোকেরা প্রথমত আদম [আলাইহিস সালাম] এর নিকট যাবে। তারপর নূহ [আলাইহিস সালাম] তারপর ইবরাহীম, মূসা, ঈসা [আলাইহিস সালাম] এবং সর্বশেষ রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কাছে যাবে।

আমরা ঈমান আনি যে, মুমিনদের মধ্যে যারা জাহান্নামে যাবে তাদেরকে সেখান থেকে বের করার ব্যাপারে শাফা‘আতের সুযোগ রয়েছে। এ শাফা‘আত রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সহ অন্যান্য নবী, বান্দাহ এবং এবং ফিরিশ্তাদের জন্য নির্দিষ্ট।

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রহমত ও ফজলে শাফা‘আত ছাড়াই জাহান্নামীদের মধ্য হতে একদল লাককে বের করে আনবেন।

হাওযে রাসূল
আমরা ঈমান আনি যে, রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর জন্য এমন একটি হাওয নির্দিষ্ট রয়েছে যার পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং মিশকের চেয়ে সুঘ্রাণ বিশিষ্ট। এর দৈর্ঘ একমাসের পথ এবং প্রস্থও একমাসের পথ। এর পাত্রগুলো সৌন্দর্যের দিক থেকে যেন আকাশের নক্ষত্র। নবী [সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর উম্মতের মধ্যে মুমিনগণ এই হাওয থেকে পানি তুলবে। যে ব্যক্তি এ হাওয থেকে পানি পান করবে তার কখনো পিপাসা লাগবে না।

পুলসিরাত
আমরা ঈমান আনি যে, জাহান্নামের উপর পুলসিরাত স্থাপিত রয়েছে। মানুষ তাদের আমল অর্থাৎ কার্য-কলাপের ভিত্তিতে এ পুলসিরাত অতিক্রম করবে। প্রথম ব্যক্তি বিদ্যুতের গতিতে এটি অতিক্রম করবে। এর পরের ব্যক্তি অতিক্রম করবে বাতাসের গতিতে। তার পরের ব্যক্তি পাখির গতিতে। পুলসিরাত পার হওয়া শুরু হলে রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সেখানে দাড়িয়ে বলতে থাকবেন, হে আমার রব [বিপদ থেকে] রক্ষা করো, রক্ষা করো। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হবে যে, বান্দাহদের নেক আমল এতই কম হবে যে তারা হামাগুড়ি দিবে। আর পুলসিরাতের দু’পাশে

থাকবে কাটা বা হুলযুক্ত লোহার শলাকা লটকানো। আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ মোতাবেক হুলযুক্ত শলাকার আঘাত খেয়ে যে ব্যক্তি পার হতে পারবে সে নাজাত পাবে আর যে ব্যক্তি শলাকায় আটকা পড়ে যাবে সে জাহান্নামে যাবে।

আর আমরা কেয়ামতের দিন এবং সে দিনের ভয়ঙ্কর অবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় খবর যা কুরআন ও সুন্নায় এসেছে সে সবের উপরই ঈমান আনি। আল্লাহ সে কঠিন সময় আমাদের সাহায্য করুন।

বিশেষ শাফা‘আত
আমরা ঈমান আনি যে, জান্নাতের অধিকারী ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ [সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর কাছে বিশেষ সুপারিশ [খাস শাফা‘আত] করবেন। এ শাফা‘আত তাঁর জন্যই খাস।

জান্নাত ও জাহান্নাম
আমরা জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্বে ঈমান আনি। জান্নাত পরম সুখ ও শান্তির স্থান। আল্লাহ তা‘আলা মুত্তাকী মুমিনদের জন্য জান্নাত তৈরী করেছেন। জান্নাতে এমন সুখ-শান্তির উপকরণ রয়েছে যা কোন চোখ দেখে নি। কোন কান যা শুনে নি। কোন অন্তর যা কখনো কল্পনা করেনি।

﴿فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧﴾ [السجدة: 17]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

﴿إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا ٢٩﴾ [الكهف: 29]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

﴿وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي
مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ قَدۡ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ
رِزۡقًا ١١﴾ [الطلاق: 11]

“[illegible]” [[illegible]: [illegible]]

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيرًا ٦٤ خَٰلِدِينَ
فِيهَآ أَبَدٗاۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا ٦٥ يَوۡمَ تُقَلَّبُ
وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيۡتَنَآ أَطَعۡنَا ٱللَّهَ وَأَطَعۡنَا
ٱلرَّسُولَا۠ ٦٦﴾ [الأحزاب: 64-66]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]-[illegible]]

[illegible]

ঈমান আনি এবং স্বীকার করি। নির্দিষ্ট করে জান্নাতে যাবার ব্যাপারে যাদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে আবূ বকর, ওমর, ওসমান, আলী [রাদিয়াল্লাহু আনহুম] এর মত ব্যক্তিবর্গ। রাসূল [সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এদের নাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর মানগত ও গুনগত দিক বিচার করে যাদের ব্যাপারে জান্নাতে যাবার ঘোষণা রয়েছে তারা হলেন, প্রত্যেক মুমিন ও মুত্তাকী লোক।

জাহান্নামে যাবার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস যাদের নাম নির্দিষ্ট করে ও মানগত দিক বর্ণনা করে ঘোষণা দিয়েছে আমরা তাতেও ঈমান আনি। নির্দিষ্ট করে জাহান্নামের যাবার ঘোষণা রয়েছে আবু লাহাব, আমর বিন লোহাই আল খুযা‘য়ী সহ আরো কতিপয় ব্যক্তি সম্পর্কে। আর গুণগত ও মানগত দিক দিয়ে জাহান্নামে যাবার ঘোষণার মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক বড় ধরনের শিরককারী মুশরিক এবং মুনাফিক।

কবরে মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা
আমরা ঈমান আনি যে, কবরে মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা হবে। সে পরীক্ষাটি হচ্ছে, কবরে মৃত ফিরিশ্তারা তাঁর রব, দ্বীন এবং নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তখন

﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ﴾ [إبراهيم: 27]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]]

[illegible], ‘[illegible]’ ‘[illegible]’ [illegible]’ [illegible]

[illegible],
[illegible]

[illegible]

[illegible]-[illegible]

﴿ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمۡۖ فَأَلۡقَوُاْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعۡمَلُ مِن سُوٓءِۭۚ بَلَىٰٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٢٨﴾ [النحل: 28]

“ [illegible], [illegible], [illegible]” [[illegible] : [illegible]]

[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]

﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيۡدِيهِمۡ أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُۖ ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَكُنتُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِهِۦ تَسۡتَكۡبِرُونَ ٩٣﴾ [الأنعام: 93]

“[illegible]” [[illegible]: [illegible]]

[illegible]

অধ্যায়

তাকদীরের প্রতি ঈমান
আমরা ‘তাকদীর’ এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনি। তাকদীর হচ্ছে, সবজান্তা হিসেবে আল্লাহ তা‘আলার পূর্ব জ্ঞান ও হিকমতের দাবী অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য সবকিছু নির্ধারণ।

তাকদীরের স্তর
তাকদীরের চারটি স্তর রয়েছে:

প্রথম স্তর হচ্ছে: জ্ঞান বা ইলম
আমরা ঈমান আনি যে, আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন সর্বজ্ঞানী ও সর্বজান্তা। কি ছিল, কি হবে, কিভাবে হবে এসব তিনি তাঁর ‘ইলমে আযালী ও আবাদী’ অথাৎ স্থায়ী এবং চিরন্তন অপরিসীম জ্ঞান শক্তির মাধ্যমেই জানেন। তাই অজানার পর নতুন করে জানা এবং জানার পর ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ তা‘আলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে: লিপিবদ্ধকরণ
আমরা ঈমান আনি যে, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে তার সব কিছুই আল্লাহ

তা ‘আলা লৌহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

﴿ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٧٠ ﴾ [الحج: 70]

“তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তার সব কথাই আল্লাহ তা ‘আলা জানেন। সব কিছুই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহর পক্ষে এসব কাজ খুবই সহজ।” [হজ্ব : ৭০]

তৃতীয় স্তর : ইচ্ছা

আমরা ঈমান আনি যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ তা ‘আলার ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই হয় না। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না।

চতুর্থ স্তর : সৃষ্টি

আমরা ঈমান আনি যে,

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ٦٢ لَّهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ﴾ [الزمر: 62-63]

“আল্লাহ তা ‘আলা সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা। তিনি সব কিছুরই অভিভাবক। আসমান ও যমীনের ধন-ভাণ্ডারের চাবি তাঁরই কাছে সংরক্ষিত”। [যুমার : ৬২-৬৩]

[illegible]

﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ٢٨ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٩﴾ [التكوير: 28-29]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]-[illegible]]

﴿وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا يَفۡتَرُونَ ١٣٧﴾ [الأنعام: 137]

“[illegible]” [[illegible]: [illegible]]

﴿وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٣﴾ [البقرة: 253]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]]

﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ٩٦﴾ [الصافات: 96]

“আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করো তাও সৃষ্টি করেছেন ”। [সাফফাত: ৯৬]

এরপরও আমরা ঈমান আনি, যে কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাহকে এখতিয়ার এবং কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। বান্দাহর কাজ যে তার এখতিয়ার এবং ক্ষমতায় সংঘটিত হয়ে থাকে তার কিছু প্রমাণ :

১. আল্লাহ তা ‘আলার বাণী :

﴿فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾ [البقرة: 223]

“তোমাদের ইচ্ছা মাফিক তোমাদের ক্ষেত্র [স্ত্রীদের কাছে] গমন করো”। [বাকারাহ : ২২৩]

﴿وَلَوۡ أَرَادُواْ ٱلۡخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُۥ عُدَّةٗ﴾ [التوبة: 46]

“তারা যদি বের হওয়ার ইচ্ছা সত্যিই পোষণ করতো, তাহলে তারা অবশ্যই সে জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতো ”। [তাওবা : ৪৬]

উক্ত আয়াত দু ’টিতে বান্দাহর ইচ্ছা পোষণ করা এবং ইচ্ছানুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করার ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়েছে।

২. যদি বান্দাহর কাজ করার কোন এখতিয়ার ও ক্ষমতাই না থাকে তাহলে বিধি -নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে যে নির্দেশ ও উপদেশ বান্দাহকে দেয়া হয়েছে তার অর্থ দাঁড়ায় , বান্দাহকে এমন কাজের প্রতি নির্দেশ দেয়া যা করার কোন

[illegible], [illegible] [illegible]:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: 286]

“[illegible]-[illegible]”[illegible] [[illegible] : [illegible]]

[illegible]. [illegible]

[illegible], [illegible]-[illegible] [illegible]‘[illegible]

[illegible]. [illegible]‘[illegible]

﴿[illegible]مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا ١٦٥﴾ [النساء: 165]

“[illegible]-[illegible]

তা‘আলার বিরুদ্ধে লোকদের কোন যুক্তি না থাকে। আল্লাহ তো সর্বাবস্থায় মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। [নিসা: ১৬৫]

কাজ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে যদি বান্দাহর ইচ্ছা ও শক্তি কাজে লাগানোর কোন এখতিয়ারই না থাকে তাহলে রাসূল পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহর বিরুদ্ধে বান্দাহর হুজ্জত (যুক্তি) বাতিল বলে গণ্য হতো না।

৫. কার্য সম্পাদনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই কাজ করার সময় কোন রকম জবর-দস্তির অনুভূতি ও ধারণা পোষণ করা ছাড়াই কাজ করে। সে দাড়ায়, বসে, প্রবেশ করে, বের হয়, সফর করে আবার মুকীম হয় সম্পূর্ণ তার নিজ ইচ্ছানুযায়ী। সে এ কথা মনে করে না যে, কেউ তাকে এসব করার জন্য বাধ্য করছে কিংবা জবর-দস্তি করছে।

বরং বান্দাহ নিজেই স্বতঃষ্ফুর্ত কাজ আর জবর-দস্তিমূলক কাজের মধ্যে বাস্তব পার্থক্য বের করে। এমনি ভাবে শরী‘আত ও এ দু’ধরনের কাজের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। ফলে জবর-দস্তির শিকার হয়ে যদি বান্দাহ আল্লাহর হকের ব্যাপারে কোন কাজ করে ফেলে তাহলে এর জন্য কোন শাস্তি হবে না।

আমরা মনে করি পাপী ব্যক্তির জন্য তার পাপ কাজের পক্ষে ‘তাকদীর’ দ্বারা যুক্তি পেশ করার কোন সুযোগ নেই। কারণ পাপী তার নিজ

[illegible]

﴿وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ﴾ [لقمان: 34]

“[illegible]” [[illegible] : [illegible]] [illegible]:

﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأۡسَنَاۗ قُلۡ هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمٖ فَتُخۡرِجُوهُ لَنَآۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَخۡرُصُونَ ١٤٨﴾ [الأنعام:148]

“[illegible]

তোমাদের কাছে এমন কোন জ্ঞান আছে কি যা আমাদের সামনে পেশ করার মতো? তোমরা তো কেবল ধারণা আর অনুমানের উপর চলো। আর ভিত্তিহীন ধারণার জন্ম দিয়ে চলছো।” [আন‘আম: ১৪৮]

যে পাপী ব্যক্তি তাকদীরের দোহাই দেয়, তাকে আমরা বলতে চাই, আনুগত্য বা নেক কাজ করাকে তুমি তোমার তাকদীরের লিখন বলছো না কেন। আল্লাহ তা‘আলা তো নেক কাজই তোমার তাকদীরে লিখে রেখেছেন। তোমার দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে পাপ-পূণ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ তাকদীরের লিখন তো তোমার অজানা। অর্থাৎ পাপ করে তুমি যেভাবে তাকদীরের লিখন বলে চালিয়ে দিচ্ছো, পূণ্য কাজ করেও তাকদীরের লিখন বলে চালিয়ে দিতে পারো। এ জন্যই সাহাবায়ে কিরামকে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই জান্নাত কিংবা জাহান্নামের স্ব-স্ব স্থান লিপিবদ্ধ রয়েছে তখন তাঁরা বললেন, আমরা কি তাহলে তাকদীরের উপর ভরসা করে আমল বাদ দিয়ে দিবো? তিনি উত্তরে বললেন, বরং তোমরা আমল করতে থাকো। যার জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে কাজ সহজ।

তাকদীরের দোহাই দিয়ে যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে তাকে আমরা বলতে চাই, তুমি যদি মক্কা শরীফ সফর করতে চাও, আর সেখানে যাওয়ার জন্য যদি দু’টি পথ থাকে, আর একজন সত্যবাদী সংবাদ

দাতা তোমাকে জানালো যে, মক্কার একটি পথ খুবই বিপদজনক ও দুর্গম, আর একটি পথ সোজা এবং নিরাপদ, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই দ্বিতীয় পথটি অবলম্বন করবে। প্রথম পথটি অবলম্বন করা তোমার জন্য আদৌ ঠিক নয়। কিন্তু প্রথম পথটি অবলম্বন করে যদি তুমি এ কথা বলো, আমার তাকদীরে এটাই লিখা ছিল। তাহলে অবশ্যই লোকেরা তোমাকে পাগল বলে গণ্য করবে।

তাকে আরো বলতে চাই, তোমার কাছে যদি এমন দু’টি চাকুরীর প্রস্তাব পেশ করা হয় যার একটি হচ্ছে অধিক বেতনের [অপরটি স্বল্প বেতনের] তাহলে তুমি বেশী বেতনের চাকুরিটাই গ্রহণ করবে। তাহলে আখেরাতের আমলের ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে নিম্ন মানের কাজ করাকে বেছে নিবে? তারপর বলবে এটাই তাকদীরের লিখন?

তাকে আরো বলতে চাই, “আমরা দেখতে পাই তোমার যখন কোন শারীরিক রোগ দেখা দেয়, তখন চিকিৎসার জন্য তুমি সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ডাক্তারের দরজায় ধর্ণা দাও। তারপর অপারেশনের যত ব্যথা তা সহ্য করো। ঔষধ খাওয়ার যাবতীয় ঝামেলাকে বরদাস্ত করো। তাহলে অসংখ্য গুণাহর দ্বারা তোমার অন্তরে যে রোগের উৎপত্তি হয়েছে তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য কেন তুমি সে রকমটি করো না।

আমরা ঈমান আনি যে , বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অপরিসীম রহমত ও পূর্ণ হিকমতের কারণে কোন খারাপ কাজকেই আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

«والشر ليس إليك»

"খারাপ তোমার দিকে বর্তাবে না "

আল্লাহর ফায়সালা নিজে কখনো খারাপ হতে পারে না। কেন না ফায়সালাটির পিছনে কোন না কোন কল্যাণ ও হিকমত নিহিত আছে। অনিষ্টতা বা ত্রুটি মূলত আল্লাহর ফায়সালার নয় বরং ফায়সালাকৃত জিনিস বা বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত। এর প্রমাণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী :

«وقني شرّ ما قضيت»

"হে আল্লাহ ! তোমার ফায়সালাকৃত জিনিসের অনিষ্টতা হতে আমাকে বাঁচাও "। [আবু দাউদ]। এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান [রাদিয়াল্লাহু আনহু] কে দু 'আয়ে কুনুতের অংশ হিসেবে শিখিয়েছেন।

এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনিষ্ট কথাটি আল্লাহ তা 'আলার ফায়সালাকৃত জিনিসের সাথে

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١ [الروم: 41]

যাচ্ছে। এর ফলে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি একত্রিত করা হবে না। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এর আরো একটি কল্যাণময় দিক রয়েছে। তা হচ্ছে, এ বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত, এবং বংশ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧ [النحل: 97]

“[illegible]

আখেরাতে এ ধরনের লোকদেরকে তাদের উত্তম আমল অনুযায়ী পুরস্কার দান করবো”। [নাহল: ৯৭]

প্রতি ঈমান আনার ফলাফল
উপর ঈমান আনার একাধিক উপকারিতা আছে। যেমন:

প্রথম: স্বীয় মহান স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার মহানুভবতা, মহত্ব, শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

দ্বিতীয়: বান্দাহর হেফাজত বা রক্ষণাবেক্ষনের জন্য আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া জ্ঞাপন। কেননা তিনি এসব মধ্য থেকে কাউকে বান্দাহদের হেফাজতের জন্য, কাউকে তাদের আমল নামা লেখা ও অন্যান্য স্বার্থ রক্ষার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন।

তৃতীয়: পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করার জন্য এবং মুমিনদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত করার কারণে ফিরিশতাদের প্রতি মুহাব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমানের ফলাফল আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনারও বেশ উপকারিতা আছে।

প্রথম: সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা‘আলার অপরিসীম রহমত ও দয়া সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

কেননা তিনি দুনিয়ার প্রতিটি জাতির হিদায়াতের জন্যই আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন।

দ্বিতীয়: আল্লাহর হিকমতের বহিঃপ্রকাশ। কেননা আল্লাহ তা‘আলা এসব আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রতিটি জাতির উপযোগী ও প্রয়োজনীয় বিধান পাঠিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব স্থান-কাল-পাত্র ভেদে গোটা সৃষ্টি জগতের হিদায়াতের জন্য উপযোগী এবং কার্যকর।

তৃতীয়: উপরোক্ত মেহেরবাণীর জন্য আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া জ্ঞাপন, ইত্যাদি।

নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমানের ফলাফল নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান পোষণ করার মধ্যেও অনেক কল্যাণ আছে।

এক: আল্লাহ তা‘আলার অপরিসীম রহমত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং সৃষ্টি জগতের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে নবী-রাসূল পাঠানোর মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতি যে করুণ করেছেন তা জানা।

দুই: আল্লাহ তা‘আলার উপরোক্ত মহান নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন।

তিন: নবী-রাসূলগণের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি, তাঁদের প্রতি সম্মান
86

প্রদর্শন, তাঁদের যথাযোগ্য প্রশংসা জ্ঞাপন করা। কেননা তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, এবং তাঁরই একনিষ্ঠ বান্দাহ। তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার রিসালাত এবং উপদেশ মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। মানুষের পক্ষ থেকে সব যুলুম নিপীড়ন ও নির্যাতন তাঁরা সহ্য করেছেন।

আখেরাতের প্রতি ঈমানের ফলাফল
আখিরাতের উপর ঈমান পোষণ করার মাঝেও মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে:

এক: আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য করা, শেষ দিবসে সওয়াব ও পুরষ্কার লাভের ক্ষেত্রে এবং আখেরাতের আযাবের ভয়ে পাপ ও অন্যায় থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা লাভ।

দুই: আখেরাতের পরম শান্তি ও সওয়াবের প্রত্যাশায় দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ এবং উপভোগ্য বিলাস সামগ্রীর বঞ্চনায় মুমিন ব্যক্তির শান্তনা লাভ।

তকদীরের প্রতি ঈমানের ফলাফল
তকদীরের উপর ঈমান পোষণ করার মধ্যেও নিহিত আছে অনেক কল্যাণ।

এক: কোন কাজের কারণ সম্পন্ন করার সময় আল্লাহ তা‘আলার উপর ভরসা করা। কেননা কাজ

এবং কাজের কারণ সবই আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের লিখন।

দুই: মনের সুখ ও অন্তরের প্রশান্তি লাভ। কেননা নিজ দায়িত্ব হিসেবে কার্যকারণ সম্পন্ন করার পর অন্তর যখন একথা জানতে পারবে যে, সবই আল্লাহর ফয়সালা তাই অনাকাংখিত যা ঘটার তা ঘটবেই তখন মন নিশ্চিন্ত থাকবে। অন্তর লাভ করবে প্রশান্তি। আল্লাহর ফয়াসালায় থাকবে সন্তুষ্টি। এমতাবস্থায় তাকদীরে বিশ্বাসী একজন লোকের চেয়ে অন্য কেউ এতটুকু সুন্দর জীবন, শক্তিশালী মন ও প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না।

তিন: উদ্দেশ্য হাসিল হলে আত্মগর্ব ও অহংকার পরিত্যাগ করা। কেননা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া আল্লাহরই নেয়ামত এবং কল্যাণ ও নাজাত লাভের কারণ। তাই নেক বান্দাহ আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে আত্মগর্ব ও অহংকার পরিত্যাগ করে।

চার: উদ্দেশ্য হাসিল না হলে কিংবা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে গেলে অন্তরের অশান্তি ও অস্থিরতা দূর করা। কেন না বান্দাহর ভাগ্যে যা ঘটে তা আল্লাহ তা‘আলারই ফয়সালা। যিনি যমীন ও আসমানের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তাঁর যা ফয়সালা তা হবেই। এতে একমাত্র নেককার লোকেরাই

[illegible]:

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا
فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٢٢
لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ
وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٍ ٢٣﴾ [الحديد: 22-23]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

[illegible]